টুমরোজ এক্সক্লুসিভ

কম্পিউটার জগতের সবচেয়ে বড় কোম্পানি মাইক্রোসফটের নাম সবারই জানা। সেই মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটস সম্পর্কেও জানা আছে অনেকের। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এসেছিলেন বিল গেটস গত বছরে। কিন্তু এদেশে বিল গেটস তো দূরে থাক মাইক্রোসফটের বড় কোনো কর্তারই তেমন আবির্ভাব ঘটে নি। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করলে মাইক্রোসফটের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের বিকাশমান বাজারের জন্য নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ চামি'র বাংলাদেশ সফরটি উল্লেখ করারই মতো। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে মাইক্রোসফট তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই আহমেদ চামি গত ৫ জানুয়ারি প্রথম সফর করে বাংলাদেশে। ৬ জানুয়ারি, তিনি মুখোমুখি হন আমাদের বার্তা সম্পাদক ***মোঃ মারুফ হোসেন****-এর।*

কম্পিউটার টুমরো : বাংলাদেশে মাইক্রোসফটের অবস্থান কোথায় ?

আহমেদ চামি : আগে মাইক্রোসফট বাংলাদেশের মতো বিকাশমান দেশগুলো তো সরাসরি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যতটা আগ্রহী ছিল বর্তমানে তা অনেক বেড়েছে। মূলত ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিকভাবে মাইক্রোসফটের পণ্য সমাদৃত হওয়ায় ছোট ছোট বাজারগুলোতেও মাইক্রোসফট তার অবস্থান নিশ্চিত করতে চাচ্ছে। আর সে জন্যও বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন, শ্রীলঙ্কা, ব্রুনেই ও ভিয়েতনামের গুরুত্ব মাইক্রোসফটের কাছে আগের চেয়েও বেশি।

কম্পিউটার টুমরো : বাংলাদেশকে আইসিটির ক্ষেত্রে কতটুকু সম্ভাবনাময় মনে হয় ?

আহমেদ চামি : আমি বলব, বাংলাদেশ এখনো শিশু। মাত্র যাত্রা শুরু করেছে। এটা আরো গতিশীল হওয়া উচিত। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার হওয়া উচিত। ঠিকমতো সব হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই আমি সম্ভাবনাময় বলব।

কম্পিউটার টুমরো : এটাই কি বাংলাদেশে আপনার প্রথম আসা ?

আহমেদ চামি : না। এই নিয়ে বাংলাদেশে আমার দ্বিতীয়বার আসা। এর আগেরবার বাংলাদেশের বেশ কিছু আইসিটি প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলেছি। এবারও বলেছি। এবার বেশ কিছু সরকারি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথেও আলোচনা হবে। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও রয়েছে।

কম্পিউটার টুমরো : বাংলাদেশে অপারেটিং সিস্টেম, অফিস প্রোডাক্ট এমনকি ব্যাক অফিস ও ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রেও মাইক্রোসফট পণ্যের ব্যবহার হচ্ছে...।

আহমেদ চামি : আসলে সাধারণ মানুষের আইসিটি ব্যবহার এবং বড় আকারে করপোরেট লেভেলে আইসিটির ব্যবহার দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বাংলাদেশে বড় আকারে ব্যবহারের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। বলা যায়, এই ব্যবহার মাত্র শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার হলে অনেক বেশি সফটওয়্যার ব্যবহৃত হতো। এটা হয় নি বলেই এতদিন বাংলাদেশের বাজারকে মাইক্রোসফট তেমন কোনো গুরুত্ব দেয় নি। এখন দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করেছে। এদেশে মাইক্রোসফট পরিচিতি হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেভাবে এর ব্যবহার নেই। আমরা চাচ্ছি সেটা বাড়াতে। আমরা বাংলাদেশে আমাদের পার্টনার সাউথটেকের মাধ্যমে চেষ্টা করছি সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য।

কম্পিউটার টুমরো : সফটওয়্যারের ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে আপনারা মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করছেন ?

আহমেদ চামি : সমস্যা আমাদের কাছে একটাকেই মনে হচ্ছে। সেটি হলো ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট (আইপিআর)। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন একটি নীতিমালা তৈরি করেছে যার ভিত্তিতে সফটওয়্যার বা এ জাতীয় ব্যক্তিক্রমী পণ্যের অবৈধ কপি এবং পাইরেসি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ডব্লিউটিও'র নীতিমালা ভিত্তিক আইপিআর বিধি প্রণীত হয় নি, আর এটাই আমাদের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের প্রধান বাধা। এ সম্পর্কিত আইন এবং এর বাস্তবায়ন খুবই জরুরি।

কম্পিউটার টুমরো : আপনি কি বাংলাদেশের কপিরাইট আইনটি দেখেছেন ?

আহমেদ চামি : হ্যাঁ, ওটা আমি দেখেছি। ওটা পুরনো কপিরাইট আইনের একটি সংশোধিত রূপ হলেও ওখানে অনেক কিছু সম্পর্কেই সঠিক কোনো নির্দেশনা নেই। ওতে ডব্লিউটিও'র নির্ধারিত আইপিআর বিধি প্রতিফলিত হয় নি। অথচ, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কম্পিউটার টুমরো : আপনি তো এবার সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সফর করেছেন। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা কি আপনি করেছেন ?

আহমেদ চামি : হ্যাঁ, যখনই যে কর্মকর্তার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমি আইপিআর-এর কথা তাদেরকে বলেছি। আগামীতে যাদের সাথে আলোচনা হবে সেখানেও আমি এটা বলব। আসলে এটা না হলে এদেশে শুধু যে মাইক্রোসফট কাজ করতে পারবে তা নয়। বরং এদেশী সফটওয়্যার শিল্পও বিকশিত হতে পারবে না। এছাড়া ব্যবহারকারীদেরও নানা সমস্যা হতে পারে। কেউ একজন টাকা খরচ করে একটা সফটওয়্যার বানাল। অন্য কেউ সেটা কপি করে ব্যবহার করল। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে মেধাকে পুঁজি করে সফটওয়্যারটি বানাচ্ছে সে এবং যে খরচ করে সফটওয়্যারটির অর্ডার দিচ্ছে সে। অর্থাৎ ক্ষতি দু'পক্ষেরই হবে। আর এ ব্যাপারে উদ্যোগও দ্রুত নেয়া উচিত। কেননা, বেশি দেরি করলে মাইক্রোসফটও বাংলাদেশের বাজারের ব্যাপারে আগ্রহ হারাতে পারে।

কম্পিউটার টুমরো : আপনারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠক করছেন। এদেশের শিক্ষাখাতে মাইক্রোসফট কী ধরনের সহযোগিতা দেবে ?

আহমেদ চামি : নানা দেশেই মাইক্রোসফট এ ধরনের কাজ করছে। এখানেও করবে। তবে প্রস্তাব না আসলে তো মাইক্রোসফট এগিয়ে আসবে না। প্রস্তাবটা আপনাদের পক্ষ থেকেই আসতে হবে। এখন পর্যন্ত অবশ্য বাংলাদেশের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় নি। বাংলাদেশ যদি কোনো উদ্যোগ নেয়, এবং পরিস্থিতি যদি অনুকূল হয়, তবে মাইক্রোসফট অবশ্যই সহযোগিতা দেবে। ভারতে যে সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে, তা মূলত সে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলেই। তবে বাংলাদেশে আপাতত আমরা শহরকেন্দ্রিক কার্যক্রমই চালাতে চাই।

কম্পিউটার টুমরো : তার মানে কি ব্যবসায়িক স্বার্থটাই এখানে প্রধান ?

আহমেদ চামি : মাইক্রোসফট আইটি ক্ষেত্রে যে ধরনের সহযোগিতা দেয় তা মূলত সম্ভাবনার ভিত্তিতেই দেয়। আর এই বিষয়টি সরাসরি কেন্দ্রীয় সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে কোনো দেশে সম্ভাবনা থাকলে মাইক্রোসফট আগ্রহী হবেই। ভারতকে মাইক্রোসফট অন্যতম ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করে। সে দেশের আভ্যন্তরীণ সফটওয়্যার বাজার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উদ্যোগ মাইক্রোসফটকে অভিভূত করেছে।

কম্পিউটার টুমরো : তাহলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের কী করা উচিত?

আহমেদ চামি : নিজেদের সম্ভাবনাগুলোকে যাচাই করতে হবে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচুর বেসরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। আমি যত জনের সাথেই কথা বলছি, সবারই এ বিষয়ে দারুণ আগ্রহ দেখেছি। এটা অবশ্যই খুব ইতিবাচক দিক।

কম্পিউটার টুমরো : সম্প্রতি আমাদের দেশে একটি আইসিটি নীতিমালা হয়েছে। আপনি কি পড়েছেন ?

আহমেদ চামি : না। আমি পুরোটা পড়ি নি। তবে আমার যতটুকু দরকার ততটুকু আমি পড়েছি। এখানেও আমি বলব আইপিআর বিষয়ক সিদ্ধান্তটা আগে নিতে হবে।

কম্পিউটার টুমরো : যদি সরকার আইপিআর বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি দেরি করে মাইক্রোসফট সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেবে ?

আহমেদ চামি : আইপিআর-এর গুরুত্ব সরকার ও বেসরকারি খাতকেও অনুধাবন করতে হবে, পাইরেটেড সফটওয়্যার চললে ভালো কিছু হতে পারে না। এ বিষয়ে অনেক বাংলাদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি কথা বলেছি। তারা ইতিবাচক সাড়াই দিয়েছে। তবে এদেশে আমরা আমাদের পার্টনারের মাধ্যমেই আপাতত কার্যক্রম চালিয়ে যাব।

কম্পিউটার টুমরো : ওপেন সোর্স আন্দোলনের মূল হিসেবে লিনাক্সকে মাইক্রোসফট কতটুকু প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করছে ?

আহমেদ চামি : মাইক্রোসফট লিনাক্সকে কখনই জোরালো প্রতিযোগী হিসেবে মনে করে না। যদিও একটা শ্রেণী লিনাক্সকে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করে। কিন্তু তারা মূল ব্যবহারকারী হিসেবে অত্যন্ত নগণ্য। যদি লিনাক্স খুব বড় কিছুই করতে পারত তবে এতদিনে মার্কেটের বড় ধরনের অংশ দখল করে নিত। কিন্তু তা হয় নি। কেননা, কিছু ক্ষেত্রে ভালো করলেও বাণিজ্যিক সফটওয়্যার ও মাইক্রোসফটের অত্যাধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোর সাথে লিনাক্স কখই প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করতে পারবে না। তাই এটিকে মাইক্রোসফট কোনো সমস্যা হিসেবেও চিহ্নিত করে না।

কম্পিউটার টুমরো : বাংলাদেশ কেমন লাগছে ?

আহমেদ চামি : বাংলাদেশ কই, যা দেখছি ঢাকা দেখছি। ভালো লাগছে। তবে শহরে প্রচুর গাড়ি। ট্রাফিক জ্যাম খুব বেশি। তবে অনেক গাছ আছে। দেখতে ভালো লাগে।

কম্পিউটার টুমরো : আপনাকে ধন্যবাদ।

আহমেদ চামি : কষ্ট করে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ। ■

প্রোফাইল

আহমেদ চামি

জন্ম : ১৯৬১, কাসাব্লাঙ্কা, মরক্কো

মাতৃভাষা : ফরাসি

শিক্ষা : মাস্টার্স এবং এমবিএ

চাকরি : শুরুতে মাইক্রোসফট প্রতিনিধি হিসেবে মরক্কোতে অবস্থান, পরে মূল মাইক্রোসফটে যোগদান।